গিগা-বুলেটিন

প্রথম সংখ্যা

প্রচ্ছদশিল্পী:— ইমদাদুর রহমান

মূল্য:— আপনার কবিতা পড়ার বিনিময় (!)

‘গিগা’ একটি অনির্দিষ্ট আপাতকালীন বিস্ফোরণ—

মুখ‘বন্ধ’

আমরা ফেসবুক করতে করতে একে অপরের মুখের সামনে এসে ঠেকেছি, সাদা আলোর পিক্সেল রঙে প্রতিদিন চোখ পুড়ে যাচ্ছে, তবু লাভ রিয়্যাক্টে মুড়ে রাখছি তোমার মুখ ছুঁচলো করা সেলফি বিমূর্ততা। কিছু লেখা আর্ট পোড়া ছাই-এর বিবরণ ভেসে যাচ্ছে স্ক্রলিং-এর অবহেলিত স্রোতসজ্জায়;—ফেসবুক ট্রিলিয়ন ডেটাবেস হয়তো প্রিজার্ভ হচ্ছে, হয়তো আর্কাইভ করছো, একসময় নাভিমূল খুঁড়ে বের-ও করা হবে, কিন্তু আমাদের কথা হল ‘তৎসময়’। কবিতা বিভিন্ন সময় নিজের ভিতরে-ই মুভমেন্টের আকার নিচ্ছে, পত্র-পত্রিকা খুব ভেবে ঠিক করা বইয়ের নাম প্রচারে পাউডার মাখার পর, কবিতার ভিতরে আস্তাকুঁড়ের গর্ভ ফুঁড়ে বেরোনো গন্ধ-কে আমরা ভয় পাচ্ছি নয়তো-বা ঘেন্না। ইতিমধ্যে অসংখ্য গিগাহার্জের চীৎকার আমাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে পার হয়ে গ্যাছে, স্টেট সার্ভেলেন্সের মেমরি বাইটে শুধু পার্সোনাল বিষন্নতা স্টোর হচ্ছে, ক্র্যাক করতে কি পারে কখনো? এখানে ‘আমি’, এই বুলেটিন ফেসবুক ঝেড়ে কবিতা স্পার্ম এগ আর কিছু গানপাউডার কালেক্ট করতে চাইছি, দ্যাখা যাক কোনো সিরিয়াস ব্ল্যাকের জন্ম হয় কিনা; বা কোনো বিস্ফোরণ। কবিতা টেক্সট আর্ট পেইন্টিং ফটোগ্রাফি এই এমালগেশন, বিনামূল্য অথবা বলা যেতে পারে অমূল্য প্রতিশ্রুতির কন্টিনিউ অভিঘাত; অতএব ‘গিগা’ ঘোর আশংকার কবিতা-পাত।

কবিতা
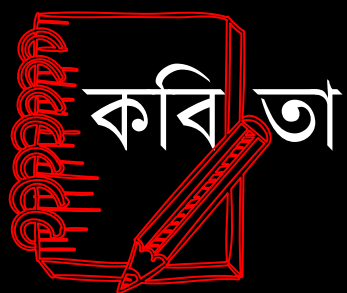
মহম্মদ শাহনাওয়াজ

আলোছায়ার খেলায় বেকুব একটা দুপুর থাকে। পরম শাকাহারী হিন্দু হোটেলে গোমাংস পাওয়া যায় যখন অপ্রেমিকার ঠোঁটে চুমু দিয়ে আমরা লিখতে থাকি কবরের গান।

বিষন্ন একটা দুপুর একটা চাঁদের জন্ম দেয় আর

কৃষ্ণপ্রাপ্তির অপেক্ষায় শীতঘুমে চলে যায় গবেটের গণতন্ত্র।

গুমনামির অন্তরালে কয়েক আলোকবর্ষ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ঈশ্বর জন্ম লিখলেন। অমানিশায় হাতড়ে একত্র করলেন প্রজন্মের দুঃখ, ব্রহ্মাণ্ডের পাপ —

সারমেয়র মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া মাংসের টুকরো আর যুদ্ধজয়ের রক্তপাত জড়ো করলে আপাত নিরীহ যে প্রজাতির ইতিহাস ভবিষ্যতের পাতায় লেখা হলো তারা মহাকালের অপকর্ম, ইবলিশের দোসর–

অন্বেষণের কারবালায় মোহাব্বতের শোভাযাত্রা বের হলে হাংরি কবির পাপ-পুণ্যের তাবিজ ঝুলে যায় মৈথুনের পোস্ট মডার্নে।

রোজ রাত্রি তিনটায় আর্যভট্ট নেমে আসেন; যেখানে একটা শূন্য অথবা ব্র্যাকেট ছাড়া কিচ্ছু নেই...

দেবোপম

এই সোঁদা গন্ধে থমকে যেতে হয়,

চোখ বুঁজে দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

দাও যত গল্প গুঁজে দাও আমার অবগুণ্ঠনে,

আর সবই তো পাপ—

কেয়ামতের অপেক্ষায়...

কলসির কারুকার্যে ঈশ্বর খুঁজেছি

প্রতি রন্ধ্রে প্রায়শ্চিত্ত; তবু নিখুঁত।

মন্বন্তরের বৃত্তান্ত চিল্লিয়ে ওঠে।

হাহাকারের সাম্রাজ্য টেনে আনে

একেকটা শূন্যমগজ—

ভেন্টিলেটরের দোরগোড়ায়...

স্বপ্নের নীলবাঁধে আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন

আলখাল্লায় আমার দেবতা।

কাকের ঠোঁট চিরে যে নদী বয়ে যায় তা আজও অন্তর্গূঢ়। অসময়ে একটা ডুব দিয়ে আসি। পবিত্রতা রক্ষার দায় তোমার নয়। যেসব বোধনের ফুল আজও নুইয়ে যায়নি তোমার আমার প্রেম তাদেরই সমাবয়ব। তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে আদিমতম মৌনতা আমাকে গ্রাস করে আর তুমি শিকারী হয়ে যাও পরক্ষণেই।

বিশ্বাসের কষ্টিপাথর হাতে আমি অদক্ষ জহুরী পিঁপড়েদের শীতের সঞ্চয় ধার করে বেরিয়ে পড়ি অন্তঃসলিলার সন্ধানে; যেখানে হত্যার ভয় নেই...

তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়

আরণ্যক

এখন দিন মাংসাশীর; ভবিষ্যৎ অতীত খায়।

শ্বদন্তের প্রাদুর্ভাব। "আয় হরিণ, সামনে আয়" –

এমন ডাক নিশির শ্লোক। এমন স্বর অন্ধকার।

হরিণ নয়, পিতার প্রাণ; আজকে তার ন্যুব্জ হাড়

মাংসাশীর জিভের তাপ ছুঁতেই শেষ। অরণ্যের

নির্বিকার কাঠের মুখ। হে ঈশ্বর! তোকেই ফের

ডাকছি, আর আর্তনাদ নরক ছোঁয়, স্বর্গ নয়।

যমদুয়ার খুলছে চোখ। হরিণকুল মৃত্যুভয়

শিরায় পায়। ছুটছে আজ মাতৃপদ, কন্যাপদ।

হে ঈশ্বর! আমরা তোর প্রশ্নহীন বশংবদ।

তবুও তুই হত্যা চাস, শরীর চাস। মৃত্যুফুল

সন্তানের অপর নাম। রমণ ভুল? জন্ম ভুল?

এখন রাত হিংস্রতার; অতীত খায় বিবর্তন।

পিতৃছাই শূন্যে যায়। শূন্যে তার আবর্তন

তৃণের লোভ জাগায় খুব। ঝকমকায় শুভ্র দাঁত।

"আয় হরিণ, গর্ভে আয়" – ডাকছে আজ বৃদ্ধা রাত।

জঠর কই? অন্ধকূপ! মাংসাশীর হলুদ চোখ

লোলুপ ফের। সমস্বর : হরিণপ্রাণ ধ্বংস হোক...

অরণ্যের কাঠের দাঁত ছিঁড়ছে আজ আমার মুখ।

আমিই শেষ টোপ ছিলাম, শ্রী ঈশ্বর মাংসভুক?

বিজল্প

Too much blood has run under the bridge.

-Nicanor Parra

স্থানীয় উন্মাদ, বহ্নি, খাদ্য দ্যাখো টেবিল-টেবিল।

গণিকা-আবৃত দেশ। কবিমাংস পূর্বাপর লাল-

লাল ঝোলে ভাসমান; দিব্যোন্মাদ! বিন্যাস-শিকারি!

তোমার শ্রীমুখে মাংস সুরা সহযোগে তোলো, দেখি।

আটানব্বুইয়ের শেষে জন্মে আমি বাইশ বৎসর

দেখেছি কর্কট কোটি; বস্তিরোম উৎপাটন ক'রে

তারা ভাবে—হল কিছু দুর্নিবার, মহাজাগতিক!

আদতে চাকুরিহীন বঙ্গদেশ অর্বুদ বাচালে

ভ'রে গেছে। ব্যাজস্তুতি! বৃত্তাবদ্ধ লিরিক্-প্রয়াসী।

একে অপরের পিঠে শান্তিকল্যাণের ছোঁয়া রেখে

ঢাক-ঢোল ঠোকে। ভূমি পদ্যসুষমায় বাঁজা হয়।

কে তুমি, নরম স্বর? প্রেমাপ্লুত! আঙুলে ইঁদুর

সাজিয়ে রেখেছ। খেলা মার্জার নিকটে নিয়ে আসে।

তরুণ মার্জার শত। তোমাকে টোটেম ভাবে। বোকা!

ভাবে—তুমি মন্ত্রপূত; ভাবে—তুমি প্রতিভা-ফোয়ারা।

স্থানীয় পাগল, দ্যাখো, মধ্যযামে বিড়ালের হাড়

খেয়ে চুষে স্তূপীকৃত ক'রে গেল অগ্রজ বাহিনী।

সম্ভাবনা নিভে গেল উপেক্ষা-সোহাগী বঙ্গদেশে।

এর চে' গণিকা ভালো। স্তনে গূঢ় অভিসন্ধি নেই।

মঞ্চ কালো ক'রে তারা মৃদু মৃদু বিগ্রহ সাজে না।

কোথাও ঈশ্বর নেই। যে-যার নিজের অন্ধকার

নিজেকে পোড়াতে হয়, নচেৎ বাকিরা ফূর্তি লোটে...

স্থানীয় উন্মাদ, বহ্নি, খাদ্য দ্যাখো টেবিল-টেবিল।

তামস মাংসের দেশে আমি, তুমি শেষ অপরাধী।

সাদ্দাম প্রমিথিউস

হঠাৎ একদিন কুকুর শেয়ালের প্রেতাত্মা জাগলে

পাশের বাড়ির হারেম থেকে লাউডস্পিকারে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কখনও বা আল্লা আল্লা। এই বুঝি ফুসফুস থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে নফস। আহা ! হঠাৎ একদিনে আধ্যাত্মিক দৈন্য দশার গুষ্টি উদ্ধার

হারেমের কান্টাই একটা মাংসহীন হাড় নিয়ে দুটি নেড়ির Waterloo। একটা হাড়....দুই পাশে দুটো নেড়ি; জীবন সংগ্রাম...! এক নেড়ি হুহুংকার ছাড়ে– 'বানচোদ ওটা আমার হাড়' , তো আরেকজন গর্জায় —' মাদারচোদ ওটা আমার'। দ্বন্দ্ব ক্ষুধা নিবারণের।

হঠাৎ একদিনের বোধিবৃক্ষ বক-তপ....লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ....লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ..লা ইলাহা ল্লাল্লাহ ...লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ..লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....

বঙ্গভঙ্গ ও কার্জনের প্রেতাত্মা

ঊনিশশো পাঁচের কঙ্কাল জীবাশ্মের চিমসে পাছায় উস-কাঠির ষড়যন্ত্র। একটু খুঁচিয়ে ঘা করে দিতে পারলেই ফুসসসসসস; কার্জনের প্রেতাত্মা

সুঠাম দেহ দেখলেই কাম জাগে; অতৃপ্ত কাম সুঠাম গতরে সেলুলাইটিস.... সেলুলাইটিস থেকে গ্যাস গ্যাংগ্রিনের ছক কষে। তারপর ছেঁটে ফেলা ..

এভাবেই ইতিহাসের পোঁদে ঝুলতে থাকবে গ্যাস গ্যাংগ্রিনের লাশাংশ

শিরোনামহীন কবিতা

(প্রেম ও ভায়োলেন্স)

(১)

আমি তোমার মন ও শরীরের প্রতিটি খুপরিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রভূত্ব বিস্তার করেছি; তুমি দাসত্বের শৃঙ্খল মেনে নিয়েছ। কেনো?

আমি সাম্রাজ্যবাদী, প্রভুত্ব কায়েমকারি তোমার প্রতিটি লোমকূপে

জার মিখাইল রোমানবের মত সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় দখল নিয়েছি তোমার; মেনে নিয়েছো আমার জারডম , শূদ্রদের নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্কে

খরগোশের মত ভীতু চোখে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বশ মেনেছো আমার একনায়কতন্ত্রের .. এ এক দারুণ সাহসী পদক্ষেপ ...তোমার

(২)

তুমি এখন বাণপ্রস্থ ফেজে

আমার রক্তক্ষয়ী দমন পীড়নের চাণক্য ফাঁদ থেকে নির্বাসিত... নির্বাসিত যোজন দূরে.. এদ্বৎপরেও তুমি মুক্ত? মুক্ত আমার করালগ্রস্ত থেকে?

এখনও আমি জালিম শোষক তুমি শোষিত

(৩)

গঙ্গার বুকে.. পরিত্যক্ত রেল ব্রীজে ..কোনো এক সোনালী সন্ধ্যায় .. সমস্ত নির্জনতা গায়ে মেখে আমার নীলচে আল - জিভে তোমার শাদা জিভ আত্মসমর্পণ করেছিলে.. কৃষ্টাবেলের মত তুমি জর্জরিত আমার সুপারন্যাচারাল জাদুতে...

এখন তোমার অধর জুড়ে আমার স্বায়ত্তশাসন

এলিয়টের স্পার্ম নামুক আমার মগজে
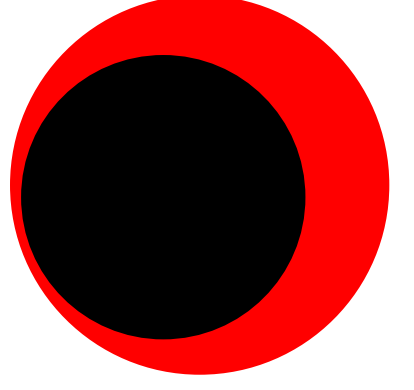
মৃত্যুর মগজ থেকে নামিয়ে এনেছি পথ

এই পথে পথ মাড়ানোর অধিকার

নেই কারো, থাকার কথাও না, কারণ দারুণ পদাঘাতে ভেঙেছি সমস্ত সমাধির প্রয়োজন

শিশ্নের সুড়ঙ্গ বেয়ে নামছে বাসি স্পার্ম

বা ফ্যাদা

মিশে একাকার দুই উরু, উফফফ কি বিকট দুর্গন্ধ!!!

থাকতে পারছিনা, নিঃশেষ করবো এবার নিজেকে , এছাড়া আর উপায় নেই। উপায় নেই আমার নিজেকে নগ্ন করা ছাড়া

এই দিনের আলোতে একটা আরশি খুঁজছি, একটা আরশি, পাচ্ছিনা, না মিলছে না, একটাও না, একটা আরশি দেবে প্লিজ আমি নগ্ন হবো, হ্যাঁ আমি নগ্ন...

আশেপাশে এতো শূন্যতা, এতো নির্জনতা, সঙ্গে আমার বায়োলজিকাল মগজও লন্ডনের শূন্য ব্রিজ,

ব্যাটা এলিয়ট একাই হাঁটছে -- বড়ই বাড়বাড়ন্ত

স্পর্ধা। দেখছো কেউ? কেউ দেখছো?

ধুরর!!!! ভেঙে ফেলবো ব্রীজ, লন্ডনের শূন্য কিংবা এলিয়ট ভর্তি ব্রীজ। টেমস নদীর জলে ভেসে যাক আমার গোপনাঙ্গ! সরি আমার কোনো গোপন অঙ্গ নেই বাঁড়া।

নিমাই জানা

প্রজাপতির দেহে উভয় লিঙ্গ চাঁদ

১৬ জন পুরুষের মৃত্যুর পর আমাদের লোমকূপ বন্ধ হয়ে গেল ,

প্রজাপতি হয়ে গেল আমার অলিন্দের গর্ভপাত বিশেষজ্ঞ কাঠের নার্সটি

আমরা মৃত মানুষের গন্ধ পাচ্ছি না এখন

৮৪ লক্ষ পাখিকে মায়া ভেবে ওড়ানোর পর রেচনতন্ত্রের অসুখ বাঁশিটি বাজায় সজীব অভিমানী বাবা ,

এই নীল করিডোর ধরে কতো ধুতি উভয়লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে

কত সৃষ্টির বীর্য ফ্যালো এই কুহক অন্ধকারে তোমার হাতে মশাল জ্বেলে দিলাম

পালকটি তোমার নাভিপদ্ম থেকে উঠে আসছে ডাইনামিক

মৃত্যু এক রঙিন একক অথবা এক শিং বিশিষ্ট হরিণের নাভি

অসুখের দ্বিতীয় একক ম্যালিগন্যান্সি

বৈতরণীর দাহ পর্ব লিখে যাবো কাল

অন্ধকারে দেখো ধেয়ে আসছে অদৃশ্য বিবরের দাঁত

আসলে গাণ্ডীবের মত বেঁকে গেছে মায়ের পিঠ অর্জুন একটি অভেদ থেকে বেরিয়ে আসার পর চার নারীকে ভাগবত মন্ত্র দিলেন

ক্যাকটাসের জোনাকিরা সব বিষাক্ত জ্বরকে পুড়িয়ে চলে রজঃ অসুখের মতো

গভীর মহাকাশে স্থির পুরুষেরা ও রতিচক্রের পর জ্যামিতিক নারীর সমাধান খোঁজেন

রাত্রিকালে এক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক মেলে ধরে প্রত্নতত্ত্বের অসুখ

হেরোডোটাস সব ব্রাহ্মী লিপি পুড়িয়ে ফেলার পর ফিলোজফি পড়েছেন , নিষিদ্ধ রাত

মহেঞ্জোদারোর পাথর অসুখে চারটি নারী আমার মায়ের চারটি হাতে

মোমবাতি আর সম্মোহন পতাকা ধরিয়ে দিলেন

রাত্রিকালীন মায়ের হাতে দুটি ভেষজ হাত যোগ করছে বাবা

আমি তখন ভ্রূণের ভেতর সর্পগন্ধার ব্রাহ্ম ওষুধ খাচ্ছি , এমলোডিপিন

সুফল সান্যাল

কাঁকড়া

কাঁকড়ার মতো মেঘ যখন আসমান জুড়ে বিশুদ্ধ শিকারীর মতো আমি একমনে এগিয়ে যাই কস্তুরিগন্ধের দিকে। হৃদপিণ্ডের গতিবেগ অথবা ক্যান্সার সার্জেন যেভাবে চোয়াল উপড়ে ফেলে, পোস্টমর্টেম ঘরে আমি রাইফেল নিয়ে বসে থাকি পেনিট্রেশনের রাতে হাইমেন ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত। এখন আমি ঘন অরণ্যে ফ্যাদামাখা লিঙ্গ নিয়ে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের এপিসেন্টারে। তুমি আমার পর্নোগ্রাফিক আসক্তি নিয়ে অযথা প্রশ্ন করো। তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রায়শই ফতোয়া জারি করো। আমি তো শুধু হেলমেট পরে সোলমেট খুঁজতে চেয়েছি। শুধু তোমাকে ছোঁবো বলে ডাইনিং টেবিলে সূর্যাস্ত খুঁজেছি। টাকা ধার করে এনেছি তোমায় নতুন লঞ্জারি কিনে দেবো বলে। তুমি কি উপহার নেবে না? একপাশে লকলকে জিভ ঝুলিয়ে তুমি আমি জানলা থেকে কত পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছি। এখন তোমার অন্তর্বাসের ফিতেটা খুলে দাও। এই সরীসৃপপতনের শীতে কেমন ম্যাদামেরে গেছি... ঘরে ভাদ্রের দুপুরের ক্লাউড নিশ্বাস ঢুকে আসুক।

হাংগার

মাঝরাতে আচানক ঘুম ভেঙে গেলে যেসব স্বপ্নরা ন্যুব্জ হয়ে ঘোরে খাটের দুপাশে। গণিতের বিমূর্ত সাম্রাজ্য থেকে ধূলো ঝাড়ে সম্ভাবনার সমীকরণ। ফ্যানের তিনটে ব্লেড, ঘুরতে থাকা, এক কামরার শরীর... আদর্শ ভেন্যু বিস্ফোরণের জন্য। চোখের সামনে বুদবুদ, বালিশের পাশে জীবন্ত কাঁকড়া, মনে করায় হাসপাতালের দিনগুলোর কথা। যেসব দিন পারিনি কিচ্ছু খেতে; চোয়ালের গর্ত থেকে রক্তপুঁজ, পুওর হাইজিন... তবুও তো দিন ছিলো।ব্যথা বাড়লে অনেকটা সেই হাংগার আর্টিস্ট। পৃথিবীতে আমার যোগ্য কোনো খাদ্য নেই তাই আমি অভুক্ত রেখেছি নিজেকে। অতিক্রম করতে গেলে ... যে উদ্যম প্রয়োজন, দৃঢ়তার প্রয়োজন। তা আমার মধ্যে ঠিক কতটা! আশেপাশে কতকিছু, কিছুটা সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ অবস্থানে, এমতাবস্থায় সন্দেহ না হওয়াই অস্বাভাবিক। কে জিভের নিচে ব্লেড নিয়ে ঢুকে পড়েছে? পকেটমারি নাকি আত্মহনন... উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তবে আপনার থেকে আরও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ চাইছি।

হাংগার ২

আঙুলের কোণায় লেগে থাকা

ভাতের টুকরো

চাটতে চাটতে খেতে গিয়ে

আঙুলের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছি

আজ ভাতটা একটু কম ছিলো কি না

তবে এ নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই

এই দুঃখ আমি মুছে ফেলবো আজ

সূর্যাস্তে প্রিন্সেপ ঘাটে দাঁড়িয়ে

মৃত্যুর গন্ধে সন্ধ্যে নামবে

আমি রবীন্দ্র সদন অব্দি হাঁটতে হাঁটতে ফিরব

খিদের ঘোরে মনে হবে সেখান থেকে

প্রক্সিমা সেন্টেরাই যতটা নিকটে

ততটা নিকটে নয় রবীন্দ্র সদন

সেখান থেকে বাস ধরে ফিরতে পারি...

ডার্ক হিউমারের আশ্রয় নিতে পারি

হয়তো তোমাকে আমার দুঃখের কথাও শুনিয়ে দেবো

তুমি আমার কথার জাগলারিতে মুগ্ধ হয়ে বলবে, "আরেব্বাঃ--"

কিন্তু কখনওই ধরতে পারবে না আমার অন্তঃসারশূন্যতা

অনিরুদ্ধ সাঁপুই

ঘন চাঁদ ছিঁড়েছে আমাদের ঊরুর ফাঁকে সমাকীর্ণ তক্ষকের রতিক্রিয়া বিপন্ন কবরের গান যেভাবে চুম্বনের

দৃশ্য নিয়ে স্বপ্নের ভেতরে আত্মহননের কার্তুজ নির্বাচন অথবা

ব্ল্যাকহোলে বেজে চলে মৃত্যুর ট্রাম্পেট, আমরা বাতাস নিয়ে উন্নাসিক হতে পারি আমরা জেনে গেছি ওই জায়গাটা আমাদের ভালো লাগে কেননা সেখানটা ফাঁকা ও আদিম, কেননা সেই অপূর্ব রক্তের বুনোট সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেভাবে তাকাতে গিয়ে সিল্যুটে দেখি ছাই ও পচনশীল মাংসের বুদবুদে হিতকারীদের ক্ষতমুখ পোকাদের সহাবস্থান খুব, বন্ধুদের স্থিতিশীল হাতের পরিবর্তে রাবারের অনুকম্পা নিয়ে রুপান্তরকামী বুলেটে চুম্বন করছে সঙ্গম কিংবা প্রাকারে যন্ত্রণার দানবীয় চুল্লী থেকে উঠে আসে প্রার্থণারত বিদূষক, ভাঙা আপেলের বিচ্ছুরণ নিয়ে যে আস্ফালন অন্ধকারে সাঁতার মৃত ভ্রূণের বাষ্পীয় নির্দেশে জরায়ুর অক্ষরবিন্যাস ও আঁচড়ে রচিত আগুনের এপিটাফ অথবা নির্বাসিত কবিতার দেহবিন্যাস।

একটা চাকরির পেছনেই পৃথিবী যেন ঘুরছে। সকালটা বড়োই চমৎকার হয়েছে ব'লে চা-কাকা বাড়িয়ে দিল মাদকতা এবং এভাবেই ফুরিয়ে গেলো পুরনো রাস্তা বা রাস্তার ছবিও। গত রাতে নীল ডানা খুলে রাখা মেয়েটা পাখায় টাঙানো দড়ি খুলছে আর তাকে সঙ্গত দিচ্ছে নিখিল ব্যানার্জি তার নট-ভৈরবে সেতারের মাংসে ভোর ভোর নুন লেবু মাখাতে মাখাতে আয়নায় আবিষ্কার করছে বাড়ির গিন্নি কিশোরী বেলার চোখ, কলেজ পালানো নদীর পাড় যেখানে ঢেউগুলো পাথর আর পাথরের স্রোতে ফসিল হয়ে যাওয়া যুবক-যুবতীকে। পোড়া ঘ্রাণ এসে ভেঙে দেয় ঘুম, হাট খোলা জানলায় তেষ্টার কাক ভিক্ষার ঠোঁট নিয়ে অপেক্ষায়। কোনো অ্যানাটমি নেই সবই সাবানের গাঁজা, পিচ্ছিল ধোঁয়ায় হাত ফস্কে যাচ্ছে আর বাদামী কুকুরের ঘাড়ের ওপর হলুদ বাবলা পাতা ঝরে পড়া দেখে কিশোরী ভাবছে জোনাকির স্বপ্নে মশগুল শহর তলিয়ে গেছে কোনো খরস্রোতা নদীর নীচে। জয়দা সুদূর ক্যানিং থেকে ছুঁয়ে থাকা মেঘে জলের হিসেব নিতে নিতে মুখে ছিটকে এসে লাগা ফুটবলের কাদা ধুয়ে নিচ্ছে আর ভাবছে বেঁচে থাকা একটা সাদা অপরাজিতা গাছের মতো, যে কোনো দেওয়াল পেলেই হলো। শিলালিপির মতো থমকে আছে যে মুখ তার ওপর পতঙ্গের সঙ্গমের ছায়া এসে পড়ছে আর এক প্রৌঢ়ের চোখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে প্রান্তরের মেঘ, মৃত গাছের বিষন্নতা।

ঘোর

কাচ সরে যাচ্ছে আর তোমার ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে তার ডানা উড়িয়ে দিচ্ছে, সমস্ত পালকের ফাঁকে উপমার মুখ ও জলের শাঁস ভেসে উঠছে কেননা তুমি জানো তুমি স্তম্ভিত অর্থাৎ নৃত্যের মুদ্রা ভেঙে ভেঙে সাপ হয়ে যাচ্ছ, মেঘের দিক থেকে মুখ ঝরে পড়ছে ঘাসের কন্দরে, যেন এক কিশোরী কুড়িয়ে নিচ্ছে সূঁচ আর তার হাত থেকে ভায়োলেট রঙের জামাতে উপস্থাপন হচ্ছে রাত, যুদ্ধের শেষ তরবারি। তুমি উন্মুক্ত স্তনের চূড়ায় বসিয়ে দিয়েছো যে দুটো নীল মথ তাদের ডানায় ক্লান্ত কুয়াশার নির্বাক চুম্বন যেন এখনি তার পথ হারাবে যে এখনি বাঁশি উপত্যকা জুড়ে-জুড়ে বালির গুহা রচিত হবে এবং ধোয়াঁর আঁচল লুটিয়ে রক্ত ঝরাবে কেউ। প্রতিবিম্বের চিঠি গোপন করে একটা মাছের মতো তাকিয়ে তুমি হলুদ পাতা হয়ে উঠবে নাকি ভোরের পতঙ্গের মতো জলের কিনারে মুখ রেখে উচ্চারণ করবে কবিতা! অথবা কিভাবে লুকিয়ে রাখছো উদরে হাসি ও একটা পুরুষ ঘোড়া যে তার কেশর দুলিয়ে চাঁদের গর্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে অথবা সে কি ফিরে আসবে সরোবরে, ঠোঁটের কোণে রেখে যাবে সম্ভোগের উপচার। কিভাবে হে রমণী! এখন অধিক রাত্রি তুমি খুলে ফেলছ আঁশগন্ধী ডানা কিংবা শীতঘুমের নিষিদ্ধ পথ–আর আমি একটি স্থবির সময়ের মতো মিশে যাচ্ছি সুষম অন্ধকারে।

[আত্মহত্যা]

প্রত্যেকটি মথ কেবল পালাতে চেয়েছে

ঘর থেকে বাইরের দিকে

অথবা বাইরে থেকে ঘরের দিকে

কিন্তু পারেনি

বর্ণহীন অন্ধকারের ভেতরে তাকে উড়তে হয়েছে অবিরত

অবশেষে হয়তো বসেছে কোথাও

এবং দেখেছে প্রত্যেকটি পলায়নপর অন্ধত্বের সামনে

পর্যাপ্ত দেওয়ালে সবুজ চারা গজিয়েছে

তারপর সে উড়ে গেছে আগুনেরই দিকে।

শুভদীপ সান্যাল

[সম্প্রসারিত আত্মহত্যা]

আগুন ফুলকির ভ্রূণ, আলো থেকে জন্ম একশত শুঁয়োপোকা। লালার নীরব আত্মকামে চটচটে মিথুন, মৃতশৈশব সমাধির গুটি আবদ্ধদশা, ঘুম চির কদর্যতার শান্তি; ঘুম ভাঙলেই তাঁরা জ্ঞানজন্মের বুদ্ধ।

উপল পরশ ছিঁড়ে জন্ম নিলো 'সত্য', বহুরঙে আঁকা আলোর ডানা, এই মূহুর্তে যা কিছু চলমান, ভবিষ্যত তারই সম্প্রসারিত সম্ভাবনা। চিরচির শব্দের আলোয় সব সামেশন শূন্য, মৃত্যু আগুনের দৃশ্য শুট হবে।

জেব্রাজ্বলন্ত পিয়ানো, একদম অন্যরকম কম্পোজিশন আলনা হাড়ের কোনো ভায়োলিন কঙ্কাল মুখ নিয়ে এখানে বাজবে না। এসো, দৃশ্যটা মনে করি; আগুনের আলোয় ডানার রঙচঙে লাম্পট্য ভিজে যাবে, ক্লোজ শট: চিরচির শব্দের জেব্রা, খুব ইমোশনাল, পিয়ানো কিছুটা ব্রেক নিয়ে কেঁদে নেবে।

মস্তিষ্কচোদনে লিপ্ত আরও পরজীবী চিন্তাপতঙ্গ,

মাথার কাছে বিভ্রম মাছিগুলো ওড়ে, ওড়ে অন্ধকার রক্তসুবাদে, চিৎকারে চীৎকারে ধোঁয়া—

কলকে পুড়ে যাবার বাদামী উল্লাসে।

আমস্তক নেশাপ্রদাহ, বিয়োই তারা কানা দিনান্তের দৃষ্টিহীনতা, আলোয় ক্রোড়ে অন্ধকার—যেন তারা বলে গ্যাছে আমি একা দৈববিল্পব, স্বয়ং ন-জাতি, নিঃস্ববিত্তপশু আজীবন সংগ্রামধর্ম, অথবা চমকে ওঠা কিশোরগদ্যের অচেনা লিঙ্গ আবিষ্কার।

চোখ থেকে দুধ ফোটা ছবির অনুকরণ

দেহের বুক চুঁইয়ে, ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছে জল, সমুদ্র জোয়ার, অসংখ্য ঢেউয়ের কোমলস্বর। অপরূপ আগুনের মাৎসর্য আমি ছিবড়ে হওয়ার শেষ পর্যন্ত তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে আছি একটি দেহ অবশেষে মিশে যাবার বীর্য উল্লাস পর্যন্ত!

আহ—যৌনতা, চোখের আদরে কল্পমেঘ, স্ফুটস্তন, আলোরিত রসপ্রভার জন্ম হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি, আমি না-মানুষ অতিশরীরে পরিণত হচ্ছি। চিন্তার নপুংসক আমার ভিতর জান্তব বিকারে আহত শব্দের ওঙ্কার, আহ—যৌনতা;

প্রবাহ রাজনীতি, শত শতাব্দী যুগ, কিরূপ বিভৎস অমানব, অমানস ভাগাড়ের রাজত্ব মাংস, শুধু মাংসের মর্দন, ফেটে পড়ছি কান্নায়, দাহ্য দুধের অগ্নুৎপাতে। প্রজন্ম পৃথিবী চক্ষু-উরসের দম বাঁধা চাপে সবকিছু মেরে ফেলছি ধীরে ধীরে, ভাঁজের ক্লিভেজ ছিঁড়ে বেঁচে উঠছে স্বৈরাচারী কামদেব।

এই বিমূর্ত চোখ অন্ধ হউক, মৃত্যু হউক অতিকাম মানবিকতার। আমি দার্শনিক ভয়াবহ চিন্তার থেকে বিশ্বচার্বাক দৃষ্টি, অনুরোধ করছি।

তীর্ষু অধিকারী

তৃতীয়া

আমাদের নিজস্ব কেবিন গুলো

মৌমাছির মৃত্যু মুহূর্তে, হাঁ চোখে দেখা একই রকম পৃথিবীর দ্বিখন্ডিত শঙ্খ ধ্বনি কানে করে ঘুমিয়ে পরে,

আমরা জেগে থেকে অন্ধকার দেখি কিনা সন্দেহ করি.. .

প্রশ্ন নিয়ে আরেকটা দিন কাটাবো বলে, রানী বলতে, রান লোরা রান ছবির দৃশ্য গুলো খুঁজি , পরপর,

মাঝে শাহরুখ খান আর রাজা অশোক গুলিয়ে ন্যাবোকে ঘুম আর জেগে থাকার ব্যাক্ষা গেলাই,

এ সময় চিরন্তন, ঘুলঘুলি গুলো দলা পাকিয়ে ভাত ভাত গন্ধ নিয়ে মুখের সামনে আসে . .

qualia'

চেতনায় সুন্দর হতে পারে

রক্তাক্ত চন্দ্রের উর্বর-তিথি-জলা এই ধরণীর বীজ..

এ সময় ধারণা ধারক খুঁটি , শুধু মেশিনারী নয় ,

পিছে রেখে রেখে যাতনা সুখের মেমরী নাশক ধোঁয়া ,

এতো কাছাকাছি আসে ,

ভুলে যাই, এই যাপন ঋষিধী স্তব্ধ কালীন পয়েন্ট-জায়েন্ট 'ক্লিক' ∞

অনির্বেদ পান্ডা

সকাল ৯টার আকাশ দেখতে গিয়ে আমি

মেঘেদের যোনি দেখে ফেলি

নারীক্রম পুরুষক্রম মেঘেদের সমলিঙ্গ

ভেসে যাওয়ার ওপরে বত্রিশ তারার আঁচড় মেখে

রামধনু অকুলান পরিসরে

ছোট হয়ে যায়

প্রজাপতি ও পাতার স্বল্প সঙ্গমের মহাকাশে

জোনাকি ও আলোর স্বল্প বিষাক্ত প্রেমালাপ

প্রতিদিন ও মানুষের দীর্ঘ দাঁড়িয়ে থাকা

কথাহীন লয়হীন কার্নিশে চোখ রেখে

পতনের প্রেমে পড়ে

অকথ্য ওষুধ আর মাটির দেওয়ালে আঁকা

ছায়াদের অর্কিড

খসে পড়া ওড়াউড়ি আরশোলা পিঁপড়ের

আলো হয়ে ফিরে আসে

কালো হয়ে ফিরে আসে

আমাদের ভোর প্রতিনিয়ত

সমাপ্তি ভেবে নিয়ে অপরাধে পা দাও তুমি

কাচের বোতলে ভাষা বেওয়ারিশ ভাবে ভেসে যায়

সাঁতার না জানলে ঢেউ এর দালালি নিতে হয়

অচেনা অন্ধকারে ক্লিশে উপমার আড়াল রেখে

কবিতা লেখার সময় শেষ

যে রং প্রতিটি রাতে স্বপ্নবিমুখ তবু

স্বপ্নবিভোর করে রাখে আত্মহত্যা

গোপন তলোয়ার নিষ্কৃত ছুরির সংলাপ

সমুদ্রসাপেদের ফিসফিস চাপা রণহুঙ্কার

আত্মার করিডোরে জ্বলে ওঠা বেআব্রু আলোর শিহরণ

এইসব ধার নাও তুমি

হত্যা নরম করে কাতিলের চোখ

ফিকে এই রোম্যান্টিক কলহ প্রচার

ছুরির আধারে কাঁপে জীবন্ত লাশেদের নাচ

বাচ্চা জমিন ছুঁলে অক্ষত তারার মৃতদেহ

আবার গর্জে ওঠে বিস্ফারিত আলোর ডকট্রিন

পাঠ করো, শান্ত হও তুমি

এ রাতে আবার এসো ঝিলপাড়ে কুটিঘাটে

সাদা পাখি উড়ে বসে কচুরিপানার গায়ে উদাসীন
স্রোতে ভেসে যায়

জল বয়ে আনে নৌকার হাড় প্রত্যাখ্যাত বড়শি জলচর

আত্মসম্মান গান পয়েন্টে রেখে ছোট দোকানি মারা
যায় হঠাৎ একদিন

হঠাৎ একদিন অযত্ন নীলিমার মতো হাঁ

রুদ্রাক্ষ রাক্ষসী বুক চাপড়ায় চাঁদের ক্ষত দেখে

তুরীয় বিজ্ঞানবোধে লাশের সারমর্ম

বারুদের কাছে প্রস্ফুটিত হয়

মেনে নিতে হবে এতটা অপচয়

মেনে নিতে হবে আশ্চর্য সবুজ স্বপ্ন

তার ভ্রান্ত পরিণতি

উদ্ভ্রান্ত কিশোর আর বার্ধক্যকালীন ছায়া

মেনে নিতে হবে সহাবস্থান মৃত্যুর সাথে

পাঞ্জা লড়ে যাওয়ার কদর্য আশ্লেষ পেশীর
যৌনতা

সংকেতে লিখে রাখা শরীরের আদিম মানবতা

মহান সাপের সামনে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে
যেন

রোগগ্রস্ত বেড়াল

যেন গঙ্গা মুঠোয় করে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে
ধীবরকিশোর

সন্তাপ ভুলে যাও

শোক বিধুর করে আছে অসময় তার মৃতদেহটি আমার কাঁধে তুলে দাও

যদি সৎ হই গুনাহ যদি থেকে থাকে কম

যদি মরুদ্যান চোখের বলিরেখা

শুকনো চিতায় সাজানো কাঠের অলংকার

জল পুড়ে দিয়ে যায় জলের জন্মধ্বনি

যদি এতদূর হেঁটে এসে

পায়ের তলায় এখনো শুনতে পাই

ডানার আওয়াজ

মৃতদেহ পৌঁছে দেব আমি জন্ম অবধি

কালো কুকুরের লাশ সাদা কুকুরের হাড়

পায়রার বিষাক্ত মাংস বেড়ালের ঢুকে যাওয়া পেট

রাতভর মৃত্যুগন্ধ বমির আবেশ পার করে

কোথাও যাওয়ার নেই

কোথাও যাওয়ার নেই আমাদের

নিজেদের কাছে ছাড়া

ঈগলের ঠোঁটে মাখামাখি হয়ে আছে আমার দৃষ্টি

স্যালাইনের বোতলের কাছে আমি জীবন দেখতে চেয়ে

জলীয় বিষ্ঠার মাঝে মাথা কুটে কেঁদেছি অসময়

তোমার মৃতদেহ আমার বাগানে ফুটেছে সারারাত

এক দশক আগে আমি অস্ত্র চেয়েছিলাম

আগুন নিভে যেতে দেখে হাড় খুলে বানিয়েছিলাম চ্যালাকাঠ

এক দশক আগে আমি উন্মাদ হয়ে গিয়ে

স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কথা

কল্পনা করেছিলাম

ক্যাপ্টেন হেসেছিল

ক্যাপ্টেন রাগ করেছিল

ক্যাপ্টেন ফিরে আসা ছাড়া আমার কোন ভাষা ছিল না

অসময় কাঁধে করে নদীর দুধারে আমি পুঁতে দিচ্ছি

আষাঢ়গোলাপ গন্ধহীন বর্ণহীন দৃশ্যহীন

বিমূর্ত ফুলের ছায়া অন্ধকারে বাড়ে

সন্তাপ গাঢ় হয়

স্খলিত তারার নিশিদিন আর্তনাদে ঘুরপাক খায়

দ্রষ্টা শকুনের নখে অন্তিম হৃদয় বিস্ফোরণ

তার আগে

বয়ে নিয়ে যাওয়া মৃতদেহ

অসময়, সোনার সন্তান

তোমাকে উপহার

সাদা কুকুরের লাশ

কালো কুকুরের হাড়

সুপ্রিয় বসু

পুরনো কলকাতার প্রেক্ষাপটে একই ভঙ্গিমার ঊনপঞ্চাশটি যৌনদৃশ্যে মিশরীয়দের মৃত্যুচিন্তা অতঃপর

বিকেলের বাতাবি শিৎকার মেনে নিচ্ছে ফাঁসির আদেশ

ঘুমন্ত উরুদ্বয়ের মাঝখানে ঝুলছে এক অতিকায় বৈদ্যুতিক ঘন্টা

ভাসমান শরীরের শব্দ

বাণবিদ্ধ শূকরের আত্মার শব্দ

ক্রীসমাসের পর

নাবিকদের গির্জাগুলি, নিলামডাকে উঠেছে আট বিলিয়ন মানুষের হতাশা

তৈলকূপ ও জার্মান ঔরস

মস্তিষ্কে থকথক করছে বিষবায়ু, হিংসা সৃষ্টিকারী দেবদেবী

আঠাশ দিনের কারাবাস

দেহাতি মেয়েদের নরম শরীর ভেদ করে অস্বচ্ছ আলো দেওয়াল বেয়ে বেয়ে রক্তের সমুদ্রে ঝাঁফ দেওয়ার আগে মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে শেষবার

হিজড়েদের শাড়ি খুলে শূন্যে নাড়াতে থাকে

বিষপিঁপড়ে ও বেতালের হলুদ দাঁতের ওপর ধসে পড়ে প্রাগৈতিহাসিক সমাধির পাথর

ধসে পড়ে গবাদিপশুর অগ্ন্যাশয়,মায়েদের হাটখোলা স্তন, শিউলি ফুলের মাংস

রুগ্ন দৈত্যদের বাম চোখে উঁকি দেয় খোলস রিপু করা শঙ্খচূড়

মাঝে মাঝে কঙ্কালের পাঁজরের মতো ঝলসে ওঠে চাঁদ

ঝোড়ো হাওয়ায় কিম্বা বুকপেষা আঁধারে মুখ থুবড়ে পড়া স্থির জলের চিৎকার অতঃপর বিস্মৃতির মায়াবী বুলডোজার সবুজ ডিমের আঠালো খোসা ভেঙে নোনা পাপের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে

লোমশ আগুনের ছায়া থেকে খুঁটে তুলি শরীরসর্বস্ব বিষাদের শাদা নারীভ্রূণ

যবনের ছুরি ও নগরলণ্ঠন

স্মৃতির দেবতা আচমকা হানা দেয় মাঝরাতে

জঠরে গোপন কাটা মুণ্ডুর ন্যায় কেঁপে উঠি

কেঁপে ওঠে বর্গী-জমানার সিংহগুহা

তেত্রিশ কোটি নরমাংস ও নারায়ণী সেনা

মৃতগাভী ঘুরপাক খায় আকাশে

নক্ষত্রের দালাল টুঁটি টিপে ধরে তার

হাড়ের ফেনার ভেতর ফিনকি দিয়ে ছোটে রক্ত

কার্তুজ বায়োস্কোপ চন্দ্রবোড়া

ষাঁড়ের কাঁধের মাংসপিন্ড

সঙ্গমলোভে ছুটে যাই গমক্ষেত

ঘোড়ার খামারে

উদাসীন জ্যোৎস্নায় সারা রাত মশাল জ্বালিয়ে ডুবে যাওয়া পশুদের গোঙানি উচ্চারণ করি।

বর্বর মৎস্যযোদ্ধাদের উচ্ছাস যেন জিনের মধ্যে বহন করে চলছি ষাঁড় লড়াইয়ের অস্থির সব রেখাচিত্র

ধ্বংসের লোকসঙ্গীত নিঃসঙ্গ ভেড়ার সমুদ্রচিৎকার

নাকি চেরিঝোপের পেছনে মাতাল যুবতীর জল খসেছে এইমাত্র

তার সৌরভে শোকার্ত হৃদয় নিয়ে হাজির হয়েছে লাল নেকড়ের দল

শরীরে অসংখ্য চাঁদের ঘুমন্ত চোখ

গ্রিফিন পাথরবঁটি মার্চ মাসের লিলিফুল

স্বপ্নদোষের প্রজাপতি আর তিমির পৃষ্ঠপাখনা

সামনে জ্বলন্ত এক কাঠামোর ভেতর পুড়ে যাচ্ছে স্তব্ধ প্রত্নপ্রস্তর, বারাঙ্গনাদের চিঠিপত্র

কাঁটায় চোবানো রুমাল

আগ্নেয়গিরির দীর্ঘনিঃশ্বাস উপেক্ষা করে সশস্ত্র নৌবাহিনীর প্যারেড চলেছে ট্রিয়ের শহরের অভিমুখে

ব্যারাকের পাশে বৈদ্যুতিক ঘন্টা, অন্ধ যাজকের টুপি

বন্য হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে আত্মার পশমকোট

নির্জন ক্ষতস্থান

মোজেল নদীর ঘূর্ণাবর্তে আলাদা হয়ে যাচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর ওদিকে গলায় হ্যারিকেন ঝোলানো বাইসনের পাল তছনছ করে দিচ্ছে আমার শোবার ঘর

অতীতের এক-আধটা দিকভ্রান্তি

অন্ধকারে উল্লঙ্গ ঝুলছে অপরাহ্নের শীতবোধ

বেড়া ঘেরা শৈশব

আমার জন্মস্থান পালটে গেছে ইতিমধ্যে

এখন সময় বরফে রক্ত জমাট বাঁধার

নদীভর্তি কুমিরের সাথে শুয়ে থাকা ধূসর সূর্যতাপের মতো

ফটো গ্রাফি

মাহবুব উদ্দিন

জ্যোতিরূপ ওরাওঁ

Jyotirup Oraon Photogra
phy

সঞ্জয় হালদার

পেইন্টিং

কৃষ্ণধন আচার্য

সরবিতা দাস

Title: Make Blossoming I
Medium: Mixed media on paper
Size: 24.5 x 25 cm
Year: 2020
Sarabita Das Kolkata, India.

Title: Make Blossoming II
Medium: Mixed media on paper
Size: 25 x 25 cm
Year: 2020
Sarabita Das Kolkata, India.

সঞ্জয় সামন্ত
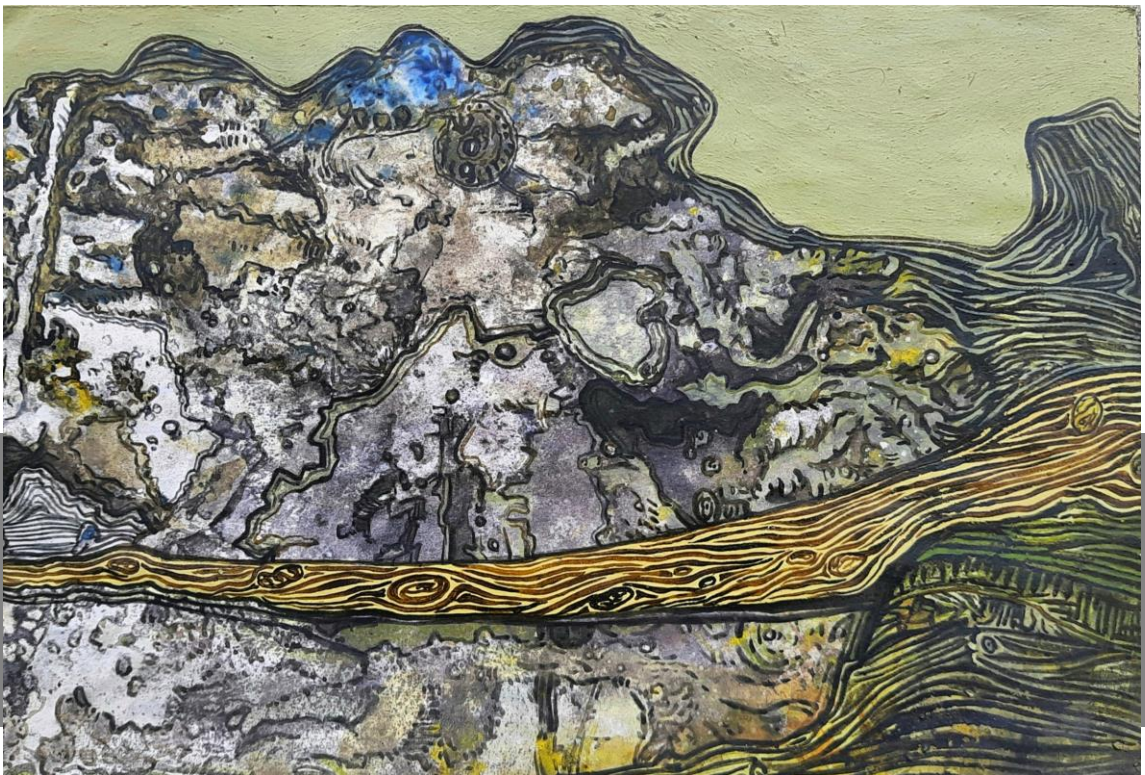
অভিরূপ মৈত্র
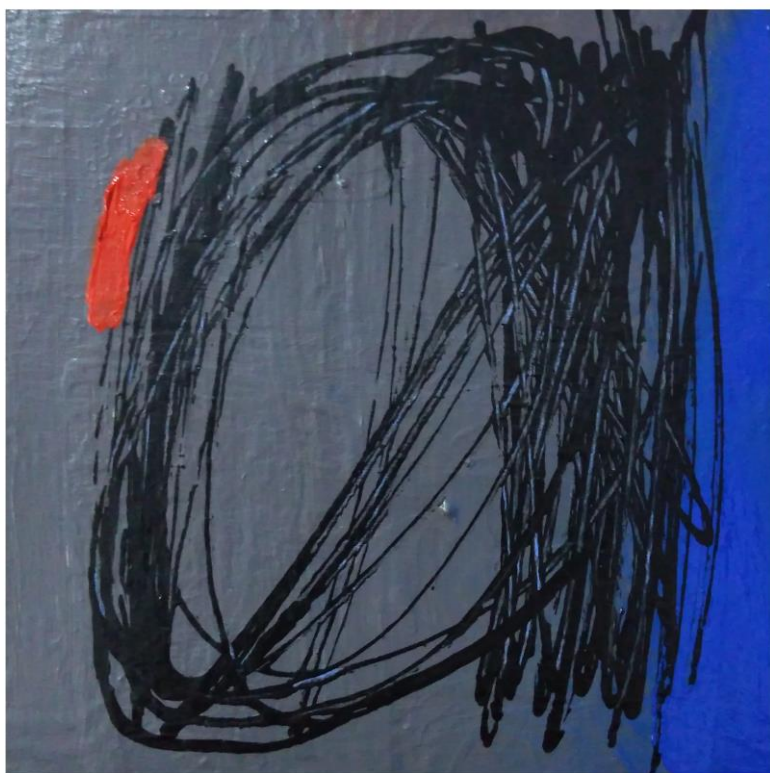
ডিজিটাল আর্ট

কুনাল সরকার

অনিরুদ্ধ সাঁপুই

সুপ্রিয় বসু

GIGA email: gigabulletin@gmail.com
GIGA number: +917003115027 +916290213974
GIGA facebook: https://www.facebook.com/giga109/